ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনা

২.১.২ বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে প্রকাশ

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি মহান মুক্তিযুদ্ধের স্থপতি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সম্পাদকীয়

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। শিশুর জন্মগত সামর্থ, অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা ও
চিন্তাশক্তির ক্রমবিকাশ ঘটিয়ে শিক্ষা মানুষের আচরণ পরিবর্তন, মূল্যবোধের বিকা
উদারনৈতিক মনোভাব গঠনে সহায়তা করে। শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশে
মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। রেগুলেটরি বডি হিসেবে শিক্ষা বোর্ডগুলো মাধ্য
উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা তত্ত্বাবধায়ন এবং নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ড এর আ
নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন, তত্ত্বাবধায়ন ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব
স্বযত্ন প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি কমিশন তথা স্যাডলার কমিশনের সুপারিশক্রমে ০৭ মে ১৯২১
বোর্ড অব ইন্টারমিডিয়েট এন্ড সেকেন্ডারি এডুকেশন এর যাত্রা শুরু হয়। বাংলাদেশ
লাভের পূর্ব পর্যন্ত ১৯৪৭, ১৯৪৯, ১৯৫৫, ১৯৫৮, ১৯৬১ ও ১৯৬২ সালে পূর্ববঙ্গে মাধ
উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন অধ্যাদেশ জারি হয়। বাংলাদেশ সরকারের
১৫ মে ১৯৭৭ সালে একটি সংশোধনী (নং ৪১০-পাব) অধ্যাদেশ জারি করেন যা মাধ
উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ নামে অভিহিত হয়। অতি সম্প্রতি মাধ
উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড আইন-২০১৯ এর খসড়া সংশোধন ও পরিমার্জন চূড়ান্ত পর্যায়ে র

ডিজিটাল সেবা প্রদানে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ঐতিহ্যবাহী
শিক্ষা বোর্ডের প্রায় শতভাগ সেবা এখন অনলাইন ভিত্তিক। বিদ্যালয় ও কলেজের স্থ
পাঠদানের অনুমতি,একাডেমিক স্বীকৃতি, ছাড়পত্র, স্বীকৃতি নবায়ন, ভর্তি বাতিল
সমতূল্যকরণ, নতুন বিষয় ও শাখা খোলা, দ্বিনকল রেজি:কার্ড ও রেজি:কার্ড সংশোধন, প
কমিটি অনুমোদন, ছাত্র-ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পন্ন হয়। অন
মাধ্যমেই জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ, পেপারলেস ফল
একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ড বর্তমানে অনলাই
পরীক্ষক ও পরীক্ষক নিয়োগ, উত্তরপত্র মূল্যায়নের পারিশ্রমিক প্রদান, ই-টেন্ডার ও ই-
কার্যক্রম সূচারুরুপে পরিচালনা করছে। মাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য
ভিত্তিক কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

মানসম্মত শিক্ষা কাঠামো বিনির্মাণে বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে একটি রোল মডেল। এই উ
আরো গতিশীল করতে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা বদ্ধ পরিকর। শিক্ষা
ও অন্যান্য দপ্তরের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সফলভাবে পরি
ঢাকা শিক্ষা বোর্ড একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ও মহান মুক্তিযুদ্ধের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন পূরণে ও বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক, যুগোপযোগী ও উন্নত অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করতে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা আগামী ০৫ (পাঁচ) বছরের উন্নয়ন সম্মৃদ্ধির বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় প্রতিনিয়ত কর্মপরিকল্পনা সমন্বয় করছে।

মুজিববর্ষ -কে তাৎপর্যপূর্ণভাবে উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ইতোমধ্যে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন ১০০টি কলেজে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল নির্মাণ বাস্তবায়নাধীন আছে। মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নে সকল শ্রেণিতে ভর্তি কার্যক্রম অনলাইনে করা, প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করে প্রশ্নপত্র স্বয়ংক্রিয় মেশিনে মূদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে ই-ফাইলিং, ই-জিপি ও ই-গভর্ন্যান্স প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া, দুর্নীতি প্রতিরোধে ঘুষ লেনদেনের কুফল ও এর ক্ষতিকর দিক নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা নেওয়া এবং জবাবদিহিতামূলক প্রশাসন সৃষ্টির লক্ষে সকল প্রকার জটিলতা নিরসনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা বৃহৎ কর্মপরিকল্পনার মধ্যে অন্যতম। ভবিষ্যতে বোর্ডের সেবার মান উন্নয়ন ও দ্রুততম করার জন্য কল সেন্টার স্থাপন ও বিজনেস প্রসেস কমপ্লিট অটোমেশন এবং যেসকল সেবা এখনও তথ্য প্রযুক্তির আওতায় আনা হয়নি সেগুলোকেও পর্যায়ক্রমে তথ্য প্রযুক্তির আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে। সেই সাথে আইটেম ব্যাংক (প্রশ্ন ব্যাংক) তৈরিরও পরিকল্পনা রয়েছে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষা ক্ষেত্রে যে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে তা আজ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত। শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক গৃহীত সকল এজেন্ডা বাস্তবায়নে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অন্যান্য দপ্তরসমূহের সাথে যথাযথ সমন্বয়পূর্বক শিক্ষাকে বাস্তব, জীবনমুখী ও গতিশীল করার লক্ষে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

চেয়ারম্যান

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

- বোর্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ২
- শিক্ষাবোর্ডসহ প্রয়োজনীয় ওয়েবসাইট লিংক ও হটলাইন ৩
- বোর্ডের ডিজিটাল কার্যক্রম ৪
- বোর্ডের সিটিজেন চার্টার ৫
- বর্তমান সরকারের মেয়াদে শিক্ষাক্ষেত্রে বোর্ডের অর্জনসমূহ ৬
- ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ৭

বোর্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। শিক্ষার আলোকিত জোছনায় যে জাতি যত অবহাগন করেছে, সে জাতি তত উন্নতি লাভ করেছে। শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের সর্বত্র বিপুল সংখ্যক বিভিন্ন মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। রেগুলেটরি বডি হিসেবে বোর্ডগুলো মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা তত্ত্বাবধান এবং নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ড এর আওতাধীন নিম্নমাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালনে সযত্ন প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি কমিশন তথা স্যাডলার কমিশনের সুপারিশক্রমে ০৭ মে ১৯২১ তারিখে বোর্ড অব ইন্টারমিডিয়েট এন্ড সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠালগ্নে শুধু ঢাকা শহরের কলেজ ও হাই স্কুলসমূহ উক্ত বোর্ডের আওতাধীন ছিল। অবশ্য দেশ বিভাগ-পূর্ব বাংলার ইসলামি শিক্ষা যথা: ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ও হাই মাদ্রাসাসমূহ এই বোর্ডের নিয়ন্ত্রাণাধীন ছিল। ০৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ তারিখের অধ্যাদেশবলে বোর্ড অব ইন্টারমিডিয়েট এন্ড সেকেন্ডারি এডুকেশন, ঢাকা- কে ইস্ট বেঙ্গল সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ড নামকরণ করা হয়। ১৯৫৫ সালে বোর্ডের নামকরণ ইস্ট পাকিস্তান সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ড করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক মাধ্যমিক শিক্ষা এই বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত হলেও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলে যায়। এ ব্যবস্থা ১৯৬১ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকে। ১৯৬১ সালের অধ্যাদেশবলে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাকে যৌথভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ও বোর্ডের উপর ন্যস্ত করা হয়। এর ফলে বোর্ড মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উভয় শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। ১৯৬১ সালের অধ্যাদেশবলে বোর্ডকে বোর্ড অব ইন্টারমিডিয়েট এন্ড সেকেন্ডারি এডুকেশন, ইস্ট পাকিস্তান নামকরণ করা হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে একটি বোর্ডের পক্ষে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা পরিচালনা সম্পৃক্ত কাজসমূহ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হওয়ায় ১৯৬২ সালে বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৬১-এ কতিপয় সংশোধনীর মাধ্যমে রাজশাহী, কুমিল্লা, যশোরে আরো তিনটি বোর্ড স্থাপন করা হয়। বোর্ডগুলোর নামকরণ করা হয় যথাক্রমে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী/কুমিল্লা/যশোর। ১৯৬১ এর অধ্যাদেশ ১৯৭৭ সালে কতিপয় সংশোধনী আনা হয়। পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়াও বাংলাদেশ মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড নামে দুটি বিশেষায়িত বোর্ড স্থাপন করা হয়। বর্তমানে দেশে নয়টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডসহ মোট এগারোটি শিক্ষা বোর্ড মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করছে।

অগ্রগতি ও সাফল্য:

পরীক্ষার শেষে দ্রুততম সময়ে ফলাফল প্রকাশ নিশ্চিতকরণ: ৬০ দিনের মধ্যে এসএ এইচএসসি এবং ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে জেএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয় এবং পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ৩০ দিনের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

পরীক্ষার নাম	পরীক্ষা শুরু	ফলাফল প্রকাশ	সনদ বিতরণ
জেএসসি	১ নভেম্বর	৩১ ডিসেম্বর	৯০ দিনের মধ্যে
এসএসসি	১ ফেব্রুয়ারি	৬০ দিনের মধ্যে	৯০ দিনের মধ্যে
এইচএসসি	১ এপ্রিল	৬০ দিনের মধ্যে	৯০ দিনের মধ্যে

- বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর শিক্ষার মান উন্নয়নে ব্যাপকভাবে পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার করেছে। পাবলিক পরীক্ষায় জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসিতে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।
- শিক্ষানীতির আলোকে ৮ম শ্রেণিতে সমাপণী পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাভীতি কমেছে
- শিক্ষা বোর্ডের বিভিন্ন কার্যক্রম অনলাইনে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া হয়েছে, ঝামেলামুক্ত করা হয়েছে এবং স্বল্পব্যয়ে সেবাগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ পরীক্ষা মূল্যায়ন ইউনিট (ইউউট) এর মাধ্যমে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে
- পাবলিক পরীক্ষা সুষ্ঠু ও নকলমুক্ত পরিবেশে গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে
- অনলাইনের মাধ্যমে সেবাসমূহ প্রদানের ফলে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে
- আইটেম ব্যাংক, মানসম্পন্ন সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়নে ও এর গোপনীয়তা রক্ষার জন্য আইটেম ব্যাংক (প্রশ্নব্যাংক) করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে যশোর বোর্ডে পাইলটিং সম্পন্ন হয়েছে
- শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেএসসিতে ৩টি ও এসএসসিতে ২টি বিষয় Continuous assessment (CA) এর আওতায় আনা হয়েছে
- সামগ্রিকভাবে শিক্ষার মান উন্নয়নের ফলে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের বিশেষ করে ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে
- গত ১০ বছরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত প্রায় সমান।

অনলাইন কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় লিংক

১। অনলাইন রেজিস্ট্রেশন (eSIF) (JSC, SSC, HSC, DIBS)

প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের লিংকের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য যাবে।

https://erp.dhakaeducationboard.gov.bd/index.php/auth/lc

২। অনলাইন ফরম ফিলাপ (eFF) (JSC, SSC, HSC, DIBS)

প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের লিংকের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য যাবে।

https://erp.dhakaeducationboard.gov.bd/index.php/auth/logi

৩। অনলাইন টিচার ইনফরমেশন (eTIF)

প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের লিংকের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য যাবে।

https://dhakaeducationboard.gov.bd/index.php/etif/

৪। সেন্টার ইনফরমেশন (JSC, SSC, HSC, DIBS)

প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের লিংকের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

https://dhakaeducationboard.gov.bd/index.php/site/center_info

৫। অনলাইনে পরীক্ষার্থীদের এটেন্ডেন্স সিট প্রদান

প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের লিংকের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

https://erp.dhakaeducationboard.gov.bd/index.php/auth/login

৬। অনলাইনে অটোমেটিক রোল সিট প্রদান

প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের লিংকের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

https://erp.dhakaeducationboard.gov.bd/index.php/auth/login

৭। অনলাইন প্রাক্টিক্যাল মার্ক এন্ট্রি (JSC, SSC, HSC, DIBS)

প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের লিংকের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য
যাবে।

https://erp.dhakaeducationboard.gov.bd/index.php/auth/logi

৮। অনলাইন ভর্তি একাদশ শ্রেণি (XI)

প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের লিংকের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য
যাবে।

http://xiclassadmission.gov.bd/

৯। অনলাইন টিসি (eTC) (নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ)

প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের লিংকের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য
যাবে।

https://erp.dhakaeducationboard.gov.bd/index.php/tc

১০। অনলাইন সমতুল্য সনদের আবেদন

প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের লিংকের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

https://efile.dhakaeducationboard.gov.bd/index.php/eservice/menu

১১। অনলাইন নাম এবং বয়স সংশোধন

প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের লিংকের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

https://efile.dhakaeducationboard.gov.bd/index.php/eservice/menu

১২। অনলাইন নাম এবং সংশোধন

প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের লিংকের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

https://efile.dhakaeducationboard.gov.bd/index.php/eservice/menu

১৩। অনলাইন ডকুমেন্ট উত্তোলন (ডুপ্লিকেট, ত্রিপ্লিকেট, সনদ, রেজিস্ট্রেশন, প্রবেশপ
মার্কসিট)

প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের লিংকের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য
যাবে।

https://efile.dhakaeducationboard.gov.bd/index.php/eservice/r

১৪। অনলাইন বিদ্যালয় শাখার আবেদন

প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের লিংকের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য
যাবে।

https://efile.dhakaeducationboard.gov.bd/index.php/eservice/r

১৪.১। এডহক কমিটি অনুমোদন

১৪.২। এডহক কমিটি গঠনের অনুমতি প্রদান

১৪.৩। নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ে বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি নবায়নের আবেদন

১৪.৪। নির্বাহী কমিটি অনুমোদনের আবেদন (৪৮/১ ধারা অনুযায়ী)

১৪.৫। মাধ্যমিক পর্যায়ে বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি নবায়নের আবেদন।

১৪.৬। ম্যানেজিং কমিটি অনুমোদনের আবেদন (৭ ও ৮ ধারা অনুযায়ী)

১৪.৭। সংস্থা পরিচালিত বিশেষ কমিটি অনুমোদনের আবেদন (৪৯/১ ধারা অ

১৫। অনলাইন কলেজ শাখার আবেদন

প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের লিংকের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

https://efile.dhakaeducationboard.gov.bd/index.php/eservice/menu

১৫.১। উচ্চমাধ্যমিক এডহক কমিটি অনুমোদন প্রসঙ্গে

১৫.২। উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে স্বীকৃতি নবায়ন

১৫.৩। উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের এডহক কমিটি গঠনের অনুমতি প্রদান

১৫.৪। উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের গভর্নিং বডি অনুমোদন

১৫.৫। উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের নির্বাহী কমিটি অনুমোদন

১৫.৬। একাদশ শ্রেণির কোড বরাদ্দ আবেদন

১৫.৭। গভর্নিং বডিতে বিদ্যোৎসাহী সদস্য মনোনয়নের আবেদন

১৫.৮। সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত গভর্নিং বডি

১৬। ই-ফাইলিং সিস্টেম

প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের লিংকের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

https://efile.dhakaeducationboard.gov.bd/

১৭। অনলাইন রেজাল্ট ও প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক এনালিটিক্স

প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের লিংকের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য
যাবে।

https://eboardresults.com/app/

১৮। প্রায় ৬,২০০ প্রতিষ্ঠানের সাব-ডোমেইনে এ ওয়েবসাইট ফ্রেমওয়ার্ক

প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের লিংকের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য
যাবে।

https://dhakaeducationboard.gov.bd/index.php/site/subdom

১৯। অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেম (সোনালী সেবা)

প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের লিংকের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য
যাবে।

https://dhakaeducationboard.gov.bd/index.php/sonali

২০। অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেম (সোনালী সেবা)

প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে উল্লিখিত সেবাসমূহের লিংকের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

https://dhakaeducationboard.gov.bd/index.php/sonali/find

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েসবাইট

www.dhakaeducationboard.gov.bd

বোর্ডের সিটিজেন চার্টার

সর্বসাধারণের জন্য সেবা প্রদানের প্রকৃতি

কলেজ শাখা

ক্রমিক নং	সেবাসমূহ	সেবা প্রদানের প্রকৃতি	সময়সীমা
১	কলেজের পাঠদান অনুমতি প্রদান	বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়	আবেদন প্রাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়।
২	কলেজের প্রাথমিক স্বীকৃতি	বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়	আবেদন প্রাপ্তির ০৪ মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়।
৩	ছাত্র-ছাত্রীর রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া	অনলাইনে সম্পন্ন করা হয়	ভর্তি বিজ্ঞপ্তি অনুয়ায়ী নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা হয়
৪	নির্বাহী/এডহক কমিটি গভর্নিং বডি অনুমোদন	বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়	আবেদন প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে
৫	কলেজ ছাড়পত্র প্রদান	বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়	আবেদন প্রাপ্তির ০৭ দিনের মধ্যে
৬	কলেজ স্বীকৃতি নবায়ন	বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়	আবেদন প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়।
৭	ভর্তি বাতিল	বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়	জরুরি ক্ষেত্রে আবেদন প্রাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে এবং সাধারণ ক্ষেত্রে আবেদন প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে
৮	দ্বিনকল রেজিঃ কার্ড প্রদান	আবেদন জমাদানের রশিদসহ ৭নং কাউন্টারে যোগাযোগ করতে হয়	নির্ধারিত ফরমে আবেদন প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে
৯	বিদেশি সংস্থা/বোর্ড হতে পাসকৃত সনদের সমতুল্যতা নির্ধারণ	ঐ	সাধারণ ক্ষেত্রে আবেদন প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে তবে মিটিং এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হলে ২/৩ মাস প্রয়োজ
১০	নতুন শাখা ও বিষয় খোলা	বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়	মন্ত্রণালয়ের সম্মতি সাপেক্ষে আবেদন প্রাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হয়
১১	রেজিঃ কার্ড সংশোধন	আবেদন জমাদানের রশিদসহ ৭নং কাউন্টারে যোগাযোগ করতে হয়	বয়স ও নাম সংশোধন সভার সিদ্ধ সংবলিত আবেদন প্রাপ্তির ৩ দিনের ম

* অভিযোগ থাকলে/সমস্যা দেখা দিলে সরাসরি কলেজ পরিদর্শক অথবা উপ-কলেজ পরিদর্শকের সাথে যোগাযোগ করতে হয়
* টেলিফোন ঃ ৮৬২৫৭৩৪, ৮৬২৫৭৪১।
* ই- মেইল ঃ ic@dhakaeducationboard.gov.bd

বিদ্যালয় শাখা

ক্রমিক নং	সেবাসমূহ	সেবা প্রদানের প্রকৃতি	সময়সীমা
১	নিম্ন মাধ্যমিক/মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠদানের অনুমতি প্রদান	বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়	আবেদন প্রাপ্তির ৪ মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়
২	একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদান (নিম্ন মাধ্যমিক/মাধ্যমিক)		আবেদন প্রাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়
৩	শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনকরণ		অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়
৪	এডহক কমিটি/ম্যানেজিং কমিটি অনুমোদন		আবেদন প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে
৫	বিদ্যালয় ছাড়পত্র প্রদান		অনলাইনে আবেদন প্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে
৬	স্বীকৃতি নবায়ন		আবেদন প্রাপ্তির ৯০ দিনের মধ্যে
৭	নতুন শাখা ও বিষয় খোলা		আবেদন প্রাপ্তির ৯০ দিনের মধ্যে
৮	দ্বি-নকল রেজিস্ট্রেশন	প্রার্থীকে হাতে হাতে দেয়া হয়	অনলাইনে আবেদন প্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে

* অভিযোগ থাকলে/সমস্যা দেখা দিলে সরাসরি বিদ্যালয় পরিদর্শকের সাথে যোগাযোগ করতে হয়
* টেলিফোন ঃ ৫৮৬১০০৬৯।
* ই-মেইল ঃ is@dhakaeducationboard.gov.bd

পরীক্ষা শাখা

ক্রমিক নং	সেবাসমূহ	সেবা প্রদানের প্রকৃতি	সময়সীমা
১	জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা গ্রহণ	অনলাইনে ফরম পূরণ সম্পন্ন হয়	জেএসসি পরীক্ষা ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে এবং এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে এসএমএস ও ওয়েবসাইটে ফল প্রকাশ
২	উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণ	ফল প্রকাশের পর এসএমএস এর মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করা হয়	ফল প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে এসএমএস এর মাধ্যমে আবেদন করলে পরবর্তী ১ মাসের মধ্যে ফল এসএমএস ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।
৩	স্থগিত ফল প্রকাশ	বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়	ফল প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে

* অভিযোগ থাকলে/সমস্যা দেখা দিলে সরাসরি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, অথবা উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক) সাথে যোগাযোগ করতে হয়
* টেলিফোন ঃ ৯৬৬৯৮১৫,৮৬২৫৭৩২, ৮৬২৫৭৮৭।
* ই-মেইল ঃ controller@dhakaeducationboard.gov.bd, www.educationboardresult.gov.bd (পরীক্ষার ফল জানতে)।

সনদপত্র শাখা

ক্রমিক নং	সেবাসমূহ	সেবা প্রদানের প্রকৃতি	সময়সীমা
১	জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ও মূল সনদপত্র বিতরণ গ্রহণ	প্রতিষ্ঠানকে সরাসরি সরবরাহ করা হয়	ফল প্রকাশের ৬০ দিনের ম
২	সাময়িক সনদপত্র প্রদান	টেবুলেশন শিট তৈরি সাপেক্ষে মূল সনদ সরবরাহের পূর্বে আবেদনকারীকে হাতে হাতে দেয়া হয়	সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার নম্বরপত্র হতে প্রেরণের পর থেকে দে
৩	স্থগিত ফল প্রকাশ	আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে অনলাইনে জানানো হয়	আবেদন প্রাপ্তির ৩ দিনের
৪	বাংলায় প্রদত্ত সনদপত্র, নম্বরপত্র বা প্রবেশপত্র ইংরেজি ভার্সন প্রদান এবং দ্বি/ত্রি/চৌ নকল সনদপত্র প্রদান	আবেদনকারীকে হাতে হাতে সরবরাহ করা হয়	আবেদন প্রাপ্তির ৩ দিনের (কোন প্রকার আপত্তি না থ

* অভিযোগ থাকলে/সমস্যা দেখা দিলে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অববা উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (সনদ)-এর সাথে যোগাযোগ করতে হয়
* টেলিফোন ঃ ৯৬৬৯৮১৫, ৮৬২৫৭৪৬।
* ই-মেইলঃ controller@dhakaeducationboard.gov.bd, www.educationboardresult.gov.bd (পরীক্ষার ফল জ

হিসাব শাখা

ক্রমিক নং	সেবাসমূহ	সেবা প্রদানের প্রকৃতি	সময়সীমা
১	প্রশ্নপত্র প্রণেতা, পরিশোধক, প্রধান পরীক্ষক, নিরীক্ষক এবং পরীক্ষকবৃন্দের পারিশ্রমিক প্রদান	বিল জমাকারীকে ডাকযোগে চেক প্রেরণ করা হয়	পরীক্ষা ও বিল শাখা হতে অনুমোদিত তালিকা প্রাপ্তি দিনের মধ্যে
২	বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান/সরবরাহকারী সংস্থার বিল প্রদান	হাতে হাতে চেক প্রদান করা হয়	সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার নম্বরপত্র হতে প্রেরণের পর থেকে

* অভিযোগ থাকলে/সমস্যা দেখা দিলে সরাসরি উপ-পরিচালক (হিঃ নিঃ) মহোদয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হয়
* টেলিফোন ঃ ৮৬২৫৭৩৯।
* ই-মেইলঃ accounts@dhakaeducationboard.gov.bd

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট ফলাফল হস্তান্তর

বোর্ডের কর্মচারী ইউনিয়নের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান

বর্তমান সরকারের মেয়াদে শিক্ষাক্ষেত্রে বোর্ডের অর্জনসমূহ

বর্তমান সরকারের ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষা ক্ষেত্রে যে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে ত বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত। অতি অল্প সময়ে মানসম্মত শিক্ষা কাঠামো বিনির্মাণে বাংলাদে বিশ্বের কাছে একটি রোল মডেল। এই উন্নয়নকে আরো গতিশীল করতে মাধ্য উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা বদ্ধ পরিকর। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য দপ্তরে সমন্বয়ের মাধ্যমে শিক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম যেমন- শিক্ষার্থীদের ভর্তি, রেজি ফরম পূরণ, পরীক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি সফলভাবে পরিচালনায় ঢাকা শিক্ষা বোর্ড একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ও মহান মুক্তিযুদ্ধের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ রহমানের স্বপ্ন পূরণে ও বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে ি বাংলাদেশ বিনির্মাণে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক, যুগোপযোগী ও উন্নত অবস্থায় প্র করতে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা বৃহৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর আগামী ৫ (পাঁচ) বছরের কর্মপ উপস্থাপন করা হলো।

মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নে:

- প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সকল শ্রেণিতে ভর্তির কার্যক্রম অনলাইনে সম্পা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে
- প্রশ্নপত্র ফাঁস ও নকল সর্বোতভাবে বন্ধ করার জন্য গৃহীত ব্যবস্থা জোরদ হয়েছে
- প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরিশোধনে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করে প্রশ্নপত্র ম মেশিনে মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন
- কঠোর নিরাপত্তা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিশেষ নিরাপত্তা খামে প্যাকেটজা সময়মত পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
- শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষের লক্ষে স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজ পর্যা বছর শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম:

- কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, সুপেয় পানির ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হচ্ছে
- কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে উন্নত অবকাঠামো, অফিস কক্ষ সুসজ্জিতকরণ ও আধুনিক ও রুচিসম্মত আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
- নিয়মিত অফিস প্রাঙ্গন ও অফিস কক্ষে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে বিভিন্ন মোটিভেশনাল কাজ ও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা
- দক্ষ, সৎ ও পরিশ্রমী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা ও প্রেষণার ব্যবস্থা করা
- কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে ই-ফাইলিং, ই-জিপি ও ই-গভর্ন্যান্স প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া

দুর্নীতি প্রতিরোধে:

নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ -

- দুর্নীতি প্রতিরোধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করা হয়েছে। এরই আলোকে দুর্নীতি বিরোধী অনুষ্ঠান আয়োজন করে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘুষ লেনদেনের কুফল ও এর ক্ষতিকর দিক আলোচনার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে
- ঘুষ লেনদেন ও অন্যান্য যে কোন দুর্নীতি প্রতিরোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে

জবাবদিহিতামূলক প্রশাসন:

জবাবদিহিতামূলক প্রশাসন সৃষ্টির লক্ষে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করবে-

- সৎ, দক্ষ ও জবাবদিহিতামূলক প্রশাসন সৃষ্টির লক্ষে পদোন্নতির মাপকাঠি হিসেবে সততা, দক্ষতা, নিষ্ঠা, ন্যায়পরায়নতা, শৃঙ্খলাবোধ এবং জনগণ ও সংবিধানের প্রতি শর্তহীন আনুগত্য বিবেচনায় রাখা হচ্ছে।
- প্রশাসনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায়পরায়নতা এবং সেবাপরায়নতা নিশ্চিত করা
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা, দুর্নীতিসহ সকল প্রকার জটিলতা নিরসনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- নিয়মানুবর্তী এবং জনগণের সেবক হিসেবে প্রশাসনকে গড়ে তোলার কাজ অগ্রসর করে নেওয়া
- ই-জিপি'র মাধ্যমে টেন্ডার কার্যক্রম পরিচালনা, ই-ফাইলিং কার্যক্রম নিশ্চিত করে সেবাসমূহ আরো স্বচ্ছ ও দ্রুততর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা

জঙ্গিবাদ দমনে গৃহীত কার্যক্রম:

- "আমরা শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্র - আমরা দেশকে করব জঙ্গিমুক্ত"
  এই স্লোগানে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের সম্পর্কে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ এবং শিক্ষার্থী ছুটি ব্যতীত কয়েকদিন অনুপস্থিত থাকলে তার তথ্য সংশ্লিষ্ট কর্ত জানানোর জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- শিক্ষার্থীদেরকে জঙ্গিবাদের কুফল ও জঙ্গিবাদ থেকে বিরত থাকার বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের ব্যাপারে শিক্ষকদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন:

- বোর্ড ক্যাম্পাসে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছে।
- ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অর্থায়নে ৭৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপনের গ্রহণ করা হয়েছে

বোর্ড ক্যাম্পাসে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল

শিক্ষা বোর্ড আইন প্রণয়ন:

- "মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড আইন" এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে
- "মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড আইন" অনুমোদনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে

ছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধে গৃহীত কার্যক্রম ও সাফল্য:

- ৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রীদের শিক্ষাগ্রহণের জন্য সরকার বৃত্তি ও উপবৃত্তি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
- বিনামূল্যে ছাত্রীদের মাঝে বই বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে
- ছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য বিনামূল্যে সাইকেল প্রদান করা হয়েছে
- ইভটিজিং বন্ধে আইন করা হয়েছে
- অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার সভা সমাবেশ এবং সেমিনারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ২০১৮ সালের জেএসসিতে রেজিঃকৃত ছেলে ৩,৫২,৬০০ জনের মধ্যে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেছে ৩,৪৩,৭৯০ জন এবং মেয়ে ৩,৯৪,১৩৫ জনের মধ্যে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেছে ৩,৮২,৭৫০ জন। এ থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের ঝরে পড়ার হার কমেছে।

ফলাফলের আনন্দে উল্লসিত শিক্ষার্থীর একাংশ

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ভবিষ্যতে বোর্ডের সেবার মান উন্নয়ন ও দ্রুততম করার জন্য কল সেন্টার স্থাপন ও ি
প্রসেস কমপ্লিট অটোমেশন এবং যেসকল সেবা এখনও তথ্য প্রযুক্তির আওতায় আনা
সেগুলোও পর্যায়ক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে। সেই সাথে ও
ব্যাংক (প্রশ্ন ব্যাংক) তৈরিরও পরিকল্পনা রয়েছে।